পলিসি ব্রিফ
৫০/ ২০১৭
প্রথম প্রকাশ: ২০১৭
হালনাগাদকৃত: ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস রোধে করণীয়

ভূমিকা

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শিক্ষাখাতে সুশাসন টিআইবি'র গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অন্যতম প্রাধান্যের ক্ষেত্র। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাহত হওয়া, শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস পাওয়া, শিক্ষার্থীদের অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া ও সর্বোপরি মেধাভিত্তিক মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের ৫ আগস্ট টিআইবি 'পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস: প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস রোধে সাত দফা সুপারিশ প্রণয়ন করে।

পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যেগুলো অনেকক্ষেত্রেই উল্লিখিত গবেষণা প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে একাধিক প্রশ্নপত্রের সেট প্রবর্তন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী প্রশ্ন হ্রাসকরণ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কঠোর নজরদারি, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বোচ্চ সতর্কতা, প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে শিক্ষক ও কোচিং সেন্টারের মালিক ও অনলাইনে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে অভিযুক্তদের গ্রেফতার ইত্যাদি। সরকারের এসব উদ্যোগ প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখলেও প্রশ্ন ফাঁস কার্যকরভাবে এখনও বন্ধ করা যায়নি, ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা এরই সর্বশেষ উদাহরণ যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে অধিকতর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত গবেষণার ভিত্তিতে প্রশ্ন ফাঁস রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হল।

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

আইন ও আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত

'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২' অনুসারে শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই নীতিমালা লঙ্ঘন করে শিক্ষকদের একাংশ কোচিং বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অনেকেই কোচিং বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও তা নিয়ন্ত্রণে কোনো আইন বা নীতিমালা প্রণীত হয়নি। অন্যদিকে 'পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০'র ৪ ধারা অনুসারে প্রশ্ন ফাঁসের ন্যায় অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ডের বিধান ছিল। ১৯৯২ সালে আইন সংশোধনের মাধ্যমে এ শাস্তি কমিয়ে চার বছর করা হয়। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সংশোধিত আইনের আওতায় কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার উদাহরণ দেখা যায় না।

সুপারিশ

১. অবিলম্বে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে হবে।
২. শিক্ষকদের একাংশের কোচিং বাণিজ্যে সম্পৃক্ততা বন্ধে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২' এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
৩. 'পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২' এর ৪ ধারা পুনরায় সংশোধন করে শাস্তির মাত্রা পূর্বের ন্যায় সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ডের বিধান করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন ফাঁসে কোচিং সেন্টারের সম্পৃক্ততা প্রতিরোধ সংক্রান্ত

প্রশ্ন ফাঁস ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত কোচিং সেন্টার। কোচিং সেন্টারগুলো ফাঁসকৃত প্রশ্ন দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন ও বাণিজ্য অব্যাহত রাখার প্রয়াস পায়। কোচিং সেন্টারগুলো সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও মডারেশনকারীদের একাংশের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে নিয়মিতভাবে প্রশ্ন ফাঁসে সম্পৃক্ত থাকে।

সুপারিশ

৪. আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বন্ধ না করা পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত কোচিং সেন্টারসমূহের ওপর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণ সংক্রান্ত

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা যেমন পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি'র প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপা ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় ৪০টি ধাপ বিদ্যমান। প্রক্রিয়াটি একদিকে সময়সাপেক্ষ ও দীর্ঘ, এবং এই প্রক্রিয়ার সাথে অনেক বেশি সংখ্যক অংশীজনের সম্পৃক্ততা রয়েছে। ফলে তদারকির ঘাটতির কারণে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে।

সুপারিশ

৫. ধাপ কমাতে প্রশ্ন ব্যাংক থেকে প্রশ্ন নির্বাচন, ছাপানো, প্রেরণ ও বিতরণের কাজটি পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

পরীক্ষা কাঠামো সংক্রান্ত

বিদ্যমান সৃজনশীল পদ্ধতিতে মৌলিক প্রশ্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীই নিজের সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে বাধ্য থাকে। অথচ সৃজনশীল পাঠদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। একদিকে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকা ও অন্যদিকে সৃজনশীল অংশের প্রশ্ন আগে থেকে পাওয়া গেলে তার উত্তর তৈরি করে পরীক্ষা দেওয়া সহজ বলে ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহ করার দিকে শিক্ষকদের মনোযোগ বেশি থাকতে দেখা যায়।

সুপারিশ

৬. সৃজনশীল পাঠদানে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন ফাঁস ও ছড়ানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী প্রশ্ন ফাঁস করা ও ছড়ানোর ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত প্রয়াস বিদ্যমান। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সম্পৃক্ত গোষ্ঠী, কোচিং সেন্টার ব্যবসায়ী, ফটোকপির দোকান এবং শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ফাঁসকৃত প্রশ্ন ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটের পোস্ট বা লিংকের মাধ্যমে আদান-প্রদান লক্ষ করা যায়।

সুপারিশ

৭. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকি বাড়াতে হবে ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু কোনো তদন্ত কমিটিরই পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। এর ফলে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে কারা জড়িত বা কোন প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন ফাঁস হয় সে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়। ফলে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সম্পৃক্তরা শাস্তির বাইরে থেকে যাওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং প্রশ্ন ফাঁসের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

সুপারিশ

৮. প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে গঠিত যেকোনো তদন্ত প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে, এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh